ভাবিয়া না পায় পদ ব্রহ্মা পঞ্চানন।
পদ লাগি শিবা করে শ্মশানে ভ্রমণ।।
সেই পদে বিষ-দন্তে দংশিলাম আমি।
এ পাপেতে হ'তে হয় বিষ্ঠা-কুণ্ড-কৃমি।।
দিয়াছ অভয়পদ বাঞ্ছা নাহি আর।
কত সুখ পাইতাম হ'লে নরাকার।।
ওহে প্রভু নরবপু যদি পাইতাম।
মনোসাধ মিটাইয়া পদ সেবিতাম।।
কবে হ'বে হেন ভাগ্য তুমি সানুকুল।
শুনিয়াছি নরবপু ভজনের মূল।।
এই অপরাধ প্রভু আমার ঘুচাও।
দয়া করি ওহে হরি নরবপু দেও।।
তারে বর দিল সেই নররূপ হরি।
এরপর শ্রেষ্ঠ লীলা যে সময় করি।।
জাতিসর্প খল দংশী অদ্য তা'তে পাপ।
পরজন্মে অবাক হইতে হ'বে সাপ।।
গুপ্ত ভাবে থেক গিয়া বিলে পদ্মবনে।
পিতা যশোবন্ত গৃহে জন্মিবে যখনে।।
রুদ্র অংশে জনমিবে আমার সেবক।
পরম ভকত সেই নামেতে গোলোক।।
যেদিন হইবে দেখা তাহার সঙ্গেতে।
বিষ্ণুলোকে যা'বে সুখে চ'ড়ে পুষ্পরথে।।
বিষ্ণু পারিষদ হ'বে বলিলাম তাই।
পাইবে সালক্য মুক্তি এক লোকে ঠাঁই।।
সেই কালিয়ের প্রাপ্তি হ'ল বিষ্ণুলোক।'
কারো কাছে না কহিও বাপ্‌রে গোলোক।।'
এই কথা যে সময় শুনিল গোলোক।
নিভৃতে বলিল প্রভু শুনিল তারক।।
দশরথ তাহা জানি লিখি পাঠাইল।
সে লেখা দেখিয়া তাহা তারক রচিল।।

নির্বিকার গোস্বামী গোলোকের গোময় ভক্ষণ

মৃত্যুঞ্জয়ের জননী দেবী সুভদ্রা নামিনী
সদা করে নাম সংকীর্ত্তন।
'গৌর নিত্যানন্দ' বলে ভাসে নয়নের জলে
ডাকে কোথা "শচীর নন্দন"।।
নিদ্রাতে হ'য়ে বিভোরা, 'বাপ্‌রে নিতাই গোরা'
ডাকিতেন নয়ন মুদিয়া।
নিদ্রাযোগে অঙ্গ ঝাঁকি, ছল ছল দু'টি আঁখি
কাঁদিতেন চেতন হইয়া।।
'হায়! হায়! কি হইল, দেখা দিয়ে লুকাইল
বাপ্‌রে আমার নিত্যানন্দ।
এরূপ করিত যবে, রামাগণ এসে সবে
প্রতিবেশী বলিতেন মন্দ।।
কোন কোন নারী আসি, বলিতেন হাসি হাসি
'বাপ্ বল কোন নিতাইরে?
বলিত সুভদ্রা ধনি, "আমার নিতাই মণি,
সবাকার বাপ্ এ সংসারে।
কেহ বলে 'জানি আমি, নিতাই তোমার স্বামী
রমণী কি স্বামী নাম লয়?
কহ বাবা নিত্যানন্দ, তাহাতে পরমানন্দ
নিতাই কি তব বাবা হয়?"
কহে সুভদ্রা বৈষ্ণবী "আমি নিতাই বল্লভী
নিত্যানন্দ জীবন বল্লভ।
নিত্যানন্দ দাসী আমি নিত্যানন্দ মম স্বামী
যাহা হৈতে জগত উদ্ভব।।
নিতাই আমার বাপ মাতৃ বাপ, পিতৃবাপ
পুত্রের কন্যার বাবা হয়।
জগৎ জনার বাপ, মোর বাপ্ তোর বাপ্
তারে বাপ্ বলিতে কি ভয়?